দৈনিক জনকণ্ঠ

K4

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন হিসাবে ছাত্ররা সরাসরি রাজনীতিতে জড়াচ্ছে ধ্বংস হচ্ছে শিক্ষার পরিবেশ ॥ রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ছাত্রদের জ্ঞান আহরণের স্বার্থে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সম্মিলিত প্রয়াস চালানোর জন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শিক্ষাবিদ, অভিভাবক এবং ছাত্রদের সচেতন অংশের প্রতি আবারও আহ্বান জানিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি সোমবার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বেসরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস, এগ্রিকালচার এ্যান্ড টেকনোলজির (আইইউবিএটি) প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে দেয়া ভাষণে এই আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপতি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর। খবর বাসস'র।

রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে বলেন, শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞান অর্জন ও চরিত্র গঠন। যদি কোন ছাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভের পরও এসব গুণাবলী অর্জনে ব্যর্থ হয়, তাহলে শিক্ষার উদ্দেশ্যই অর্থহীন হয়ে পড়ে। তিনি বলেন, জাতীয় বাজেটে দেশের শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এ বরাদ্দের বেশিরভাগ অর্থই ব্যয় হয় ভবন নির্মাণ, শিক্ষার উপকরণ ক্রয় এবং শিক্ষকদের বেতন খাতে। ফলে বরাদ্দের মুখ্য উদ্দেশ্য নির্মল চরিত্রের শিক্ষিত কর্মীবাহিনী তৈরি সম্ভব হয় না।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বাইরের হস্তক্ষেপের কারণে শিক্ষাঙ্গনের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। শিক্ষার সর্বোচ্চ পাদপিঠে একশ্রেণীর ছাত্রের নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ও চাঁদাবাজির লাগামহীন কর্মকাণ্ড সাধারণ ছাত্রদের জীবনকে বিপন্ন করে তুলছে। তিনি বলেন, ছাত্র সংগঠনগুলো রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন হওয়ার কারণে তারা সরাসরি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। এভাবেই শিক্ষার পরিবেশ ধ্বংস হয়ে যায়। রাষ্ট্রপতি বলেন, অতীতে ছাত্র রাজনীতি ছিল আদর্শভিত্তিক এবং তাতে জড়িত থাকত জাতীয় স্বার্থ। কিন্তু এখন সঙ্কীর্ণ রাজনীতির চোরাবালিতে হারিয়ে গেছে ছাত্র রাজনীতির অতীত গৌরব। ফলে শিক্ষাঙ্গনের মতো পবিত্র অঙ্গন এখন পরিণত হয়েছে ক্লেদাক্ত দলীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ছাত্ররা যথাযথ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করছে। কেউ এখন জোরগলায় বলতে পারবে না যে, কোন পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করা হয়নি। কারণ এর চর্চা শুরু হচ্ছে প্রাথমিক স্তর থেকে। তিনি বলেন, মফস্বলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকগণ প্রায়ই ক্লাসে অনুপস্থিত থাকেন এবং যেদিন উপস্থিত হন সেদিন ছাত্রদেরকে কেবল হোম-টাস্ক দিয়েই চলে যান, যাতে তারা প্রাইভেট টিউশনির সাথে যুক্ত হতে পারেন। মাধ্যমিক স্কুলগুলোতেও প্রায় একই অবস্থা বিরাজ করছে। তিনি বলেন, ভুয়া সার্টিফিকেট জমা দিয়ে স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার চাঞ্চল্যকর ঘটনা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এসব ঘটনার কথা শুধু দেশবাসী জানতে পারছে না, বিদেশীরা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার করুণ অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত হচ্ছে। তাই আমাদের দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গৃহীত হয় না। একটা দেশের জন্য এর চেয়ে লজ্জা ও মানহানিকর বিষয় আর কি হতে পারে?